PHKM-C-BNGL

বাংলা / BENGALI

(আবশ্যিক) / (Compulsory)

সময় : 3 ঘন্টা *Time Allowed : **Three** Hours*	পূর্ণাঙ্ক : 300 *Maximum Marks : **300***

প্রশ্নপত্র-সংক্রান্ত আবশ্যিক নির্দেশাবলী

উত্তর লেখার পূর্বে নিম্নে প্রদত্ত প্রতিটি নির্দেশ যত্ন সহকারে পড়ুন :

প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

প্রশ্ন/প্রশ্নাংশের জন্য নির্ধারিত মুল্য দেওয়া হয়েছে।

*অন্য কোনো নির্দেশ না থাকলে প্রশ্নের উত্তর **বাংলা (বাংলা লিপি)** অক্ষরে লিখতে হবে।*

কোনো প্রশ্নের সঙ্গে উত্তরের জন্য নির্দিষ্ট শব্দসংখ্যা দেওয়া থাকলে তা মান্য করতে হবে। উত্তরের শব্দসংখ্যা নির্দিষ্ট শব্দসংখ্যার চেয়ে খুব বেশি বা খুব কম হলে নম্বর কাটা যাবে।

প্রশ্নোত্তর পুস্তিকার পৃষ্ঠ বা পৃষ্ঠার অংশ খালি থাকলে পরিস্কারভাবে কেটে দিতে হবে।

Question Paper Specific Instructions

Please read each of the following instructions carefully before attempting questions :

All questions are to be attempted.

The number of marks carried by a question is indicated against it.

*Answers must be written in **BENGALI (Bengali script)** unless otherwise directed in the question.*

Word limit in questions, wherever specified, should be adhered to and if answered in much longer or shorter than the prescribed length, marks may be deducted.

Any page or portion of the page left blank in the Question-cum-Answer (QCA) Booklet must be clearly struck off.

Q1. নিম্নলিখিত যে কোনও *একটি* বিষয়ে 600 শব্দের প্রবন্ধ রচনা করুন : *100*

(a) গণতন্ত্র এবং প্রকাশের স্বাধীনতা

(b) ভারতে পানীয় জলের সমস্যা কি আসন্ন ?

(c) জনজাতি সংস্কৃতি সংরক্ষণ : প্রচেষ্টা ও সম্ভাবনা

(d) শূন্য কলসি বাজে বেশি

Q2. নিম্নলিখিত গদ্যাংশটি মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং যে-সকল প্রশ্ন পরে করা হয়েছে তার উত্তর সংক্ষেপে, স্পষ্ট ও শুদ্ধ ভাষায় লিখুন : *12×5=60*

সমালোচনা, সাহিত্যের একটি অংশ হিসেবে বিবেচ্য, তাই এটা সাহিত্যকে সীমায়িত রাখার ব্যবস্থা করে । যখনই এমন কিছু সাহিত্যে যুক্ত হয় যা এর স্বাদের গতিকে ব্যাহত করে, তখনই সাহিত্য নিম্নমানের হয়, যেভাবে সঙ্গীতও বেসুরো ধ্বনির অন্তর্ভুক্তিতে দূষিত হয়ে থাকে ।

সত্যি অনুভবের প্রকাশেই আমরা আনন্দ পেয়ে থাকি । মেকি অনুভূতিতে আমরা কেবল দুঃখই অনুভব কবি । আবার মেকি অনুভূতির মধ্যেও কোনও ব্যক্তির আনন্দ পাওয়া সম্ভব । কিছু মানুষ আনন্দ পায় হিংসাসাধনে, অপরের সম্পদ কেড়ে নিয়ে বা নিজের উদ্দেশ্যপূরণে অন্যের ক্ষতিসাধন করে কিন্তু এটা কোনও মানুষের মনের স্বাভাবিক প্রবণতা নয় । একজন চোর আলোর চেয়ে অন্ধকারকে বেশি ভালোবাসে কিন্তু এর ফলে আলোর সর্বোত্তমতা ব্যাহত হয় না ।

যে অনুভূতির সাহায্যে আমরা অন্যের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে পারি সেটা হল সত্য অনুভূতি । ভালোবাসা আমাদের সঙ্গে অন্যকে যুক্ত করে, অন্যদিকে ঔদ্ধত্য করে বিছিন্ন । কীভাবে খুব উদ্ধত কোনও ব্যক্তি অন্যের সঙ্গে যুক্ত হবে ? ভালোবাসা হল একটি সত্যি ভাব এবং অহংকার একটি মিথ্যে ভাব ।

সুতরাং ভক্তি প্রকাশ করার জন্যে কোনও প্রত্যক্ষ বস্তু প্রয়োজন । দয়া করার জন্য প্রয়োজন হয় কোনও গ্রহণ-গ্রহীতার । ধৈর্য এবং সাহস দেখানোর জন্য আবার প্রয়োজন হয় কোনও প্রাপকের । সুতরাং বোঝা যাচ্ছে, আমাদের অনুভূতিকে জাগানোর জন্য কোনও বহির্বস্তুর সঙ্গে তার সঙ্গতি প্রয়োজন । যদি বহিঃপ্রকৃতির কোনও প্রভাব আমাদের উপরে না পড়ে; যদি আমরা অন্যের সন্তানশোক দেখেও দু'-এক ফোঁটা চোখের জল না ফেলতে পারি; যদি আমরা অন্যের আনন্দের

উদ্‌যাপনে সানন্দে সঙ্গী না হতে পারি, তাহলে বুঝতে হবে যে আমরা জাগতিক সমস্ত বিষয়ের ঊর্ধ্বে উঠে গেছি এবং অর্জন করেছি এক মানসিক 'নির্বাণ' (দূরত্ব)। সাহিত্যে এমন অবস্থা মূল্যহীন। তিনিই প্রকৃত সাহিত্যিক হতে পারেন, যিনি জগতের সুখে ও দুঃখে সুখ ও দুঃখ অনুভব করেন বা অন্যের মধ্যে আনন্দ বা দুঃখ জাগানোর ক্ষমতা রাখেন। অন্যের নিরানন্দ মনোভাবকে নিজের মধ্যে অনুভব করাই যথেষ্ট নয় — একজন শিল্পীর সেটা প্রকাশের ক্ষমতাও থাকা উচিত। কিন্তু বিভিন্ন পরিস্থিতি মানুষকে ভিন্ন ভিন্ন দিকে ধাবিত করে। মানুষে মানুষে অনুভূতির স্বাধর্ম থাকা সত্ত্বেও পরিস্থিতির ভিন্নতার কারণে তাদের প্রতিক্রিয়া ভিন্ন হয়। যদি আমরা কৃষকদের সঙ্গে থাকি বা থাকার সুযোগ পাই তাহলে স্বাভাবিকভাবেই আমরা তাদের সুখদুঃখকে নিজেদের সুখদুঃখ হিসেবে দেখা শুরু করব। তখন আমরা অনুভূতির গভীরতা অনুযায়ী তাদের পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত হব। একইভাবে অন্য পরিস্থিতিগুলিও অনুধাবন করা যেতে পারে। যদি এটার অর্থ এমন করা হয় যে কোনও ব্যক্তি, কৃষক বা শ্রমিক বা কোনও আন্দোলনের পক্ষে উদ্দেশ্যমূলক প্রচার করছে তাহলে এটা তার পক্ষে অবিচার হবে। সাহিত্য এবং উদ্দেশ্যমূলক প্রচারের মধ্যে পার্থক্য কী? এমনকী উদ্দেশ্যমূলক প্রচারে কোনও আত্মপ্রচার না থাকে, তবুও সেখানে থাকে কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য পূর্ণ করার আগ্রহ — যা পদ্ধতির বৈধতার সপক্ষে থাকে না। সাহিত্য হল সেই ঠান্ডা ও মৃদু বাতাস যা সকলকে মুগ্ধ করে। উদ্দেশ্যমূলক প্রচার হল সেই ঝড় যা বড়ো গাছকেও শিকড় থেকে উপড়ে ফেলে এবং কুঁড়ে থেকে প্রাসাদ সবকিছুকেই সমানভাবে নাড়িয়ে দেয়। নীরসতার জন্য উদ্দেশ্যমূলক প্রচার আনন্দের বস্তু নয়। কিন্তু যদি বুদ্ধিমান শিল্পী তাকে সৌন্দর্য এবং স্বাদ দ্বারা পূর্ণ করতে সক্ষম হন, তবে সেটাই উদ্দেশ্যমূলক প্রচারবস্তু হওয়ার পরিবর্তে হয়ে ওঠে একটি উৎকৃষ্ট সাহিত্যের অংশ।

(a) সমালোচনাকে কেন সাহিত্যের অংশ বলা হয়? *12*

(b) সত্য এবং মিথ্যা প্রকাশ দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? *12*

(c) কোনগুলি মনের স্বাভাবিক প্রবণতা নয়? *12*

(d) লেখকের অভিমত অনুসারে কে প্রকৃত সাহিত্যিক হতে পারেন? *12*

(e) সাহিত্য এবং উদ্দেশ্যমূলক প্রচারের মধ্যে পার্থক্যগুলি কী? *12*

Q3. নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদের সারাংশ নিজের ভাষায় এক-তৃতীয়াংশ শব্দে লিখুন। অনুচ্ছেদের কোনও শিরোনাম দেবার প্রয়োজন নেই। *60*

এটা গুরুত্বের সঙ্গে বোঝা দরকার, ঈর্ষা কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তিবিশেষের প্রতিই জাগে। এমনটা নয়, আমরা যে কোনও ধনী, ধার্মিক বা মানী ব্যক্তির প্রতি ঈষাপরায়ণ হই। সম্পূর্ণরূপে ঈর্ষাপরায়ণতা জাগে তখনই, যখন আমরা বিশ্বাস করি অন্যরা আমাদের তুলনা করছে বা তুলনা করতে পারে কোনও নির্দিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে, তাদের থেকে আমাদের ছোট ও অনুকম্পাযোগ্য করে। ঈর্ষা সেই ব্যক্তি-বিশেষের প্রতি জাগে না, যারা আমাদের থেকে সুদূর বা বিযুক্ত, এবং যখন এটা নিশ্চিত নয় মানুষ আমাদের একত্রে দেখবে এবং তুলনা করবে। কাশীর কোনও ধনী ব্যক্তি য়ুরোপের কোনও ব্যক্তির ধনসম্পদ সম্পর্কে ঈর্ষাপরায়ণ হবে না। একজন হিন্দিভাষী কবি কখনওই কোনও ইংরেজ কবির গুরুত্বের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হবে না। প্রায়শই দেখা যায় ঈর্ষা জেগে ওঠে আত্মীয়, ছেলেবেলার বন্ধু, সহপাঠী এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে। যে সমস্ত মানুষ ছোটবেলা একসাথে থেকে ঘুরে বেড়াত তাদের একজন অন্যজনের উন্নতিতে ঈর্ষান্বিত হতে পারে। দুই বন্ধুর একজন যদি সফল হয় এবং উঁচু পদে পৌঁছয়, প্রায়শই দেখা যায় যে অন্য বন্ধুটিকে সম জায়গায় পৌঁছনোর পথে বাধা সৃষ্টি করে। একজনের এগিয়ে যাবার পথে বাধার গোপন কারণগুলি অনুসন্ধান করলে প্রায়শই উপলব্ধি করা যায় এর পিছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের কোনও বন্ধুত্ব। যখন আমরা অন্যের সঙ্গে যুক্ত হই এবং তাদেরও আমাদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ করি — সেখানে আমরা কেবল সম্ভাবনা, সমানুভূতি ও সাহায্যের চর্চাই করি না, সেখানে ঈর্ষা এবং দ্বেষের ভিতও স্থাপন করি। আমাদের কাজের দ্বারা কেবল ভালোত্বের বিকাশ অসম্ভব, আর এইভাবেই অনিশ্চয়তা পরস্পর বিরোধিতা থেকে জাগে। ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তা হল অপরিবর্তনীয় এবং অজেয়। এমনকী আমাদের সমস্ত জ্ঞান এবং বুদ্ধিমত্তা দিয়েও আমরা একে সম্পূর্ণরূপে অতিক্রম করতে পারি না।

এখন যেটা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, সেটা হল ঈর্ষার জগতে ঈর্ষান্বিত ব্যক্তি বা বস্তু ছাড়া এই গতিপ্রবণতা অর্জনের জন্য একটি সমাজও প্রয়োজন। ঈর্ষা জাগে মূলত সমাজকে প্রভাবিত করার প্রয়োজন থেকে। সমাজের সকলকে না জানিয়ে সম্পদ, ধর্ম এবং সম্মান অর্জন শুধু ব্যক্তিগত প্রাপ্তি বা ব্যক্তিগত সুখ ও আনন্দের জন্য নয়। এমনকী যদি আমরা যথার্থই অন্যের মতো ধনী বা ধার্মিক না হই, কিন্তু সমাজ যদি আমাদের একইরকম বা অধিক ধনী বা ধার্মিক ভাবে তবে আমরা সন্তুষ্ট হই ও পাশাপাশি ঈর্ষার জ্বালা থেকে মুক্ত হই। যথার্থ পাওয়া থেকে বঞ্চিত হয়েও আমরা সমাজের ধারণার কারণে কী অদ্ভুতভাবে সন্তুষ্ট থাকি। সামাজিক অবস্থানের এই কৃত্রিমতা থেকেই ঈর্ষা নামক এই বিষের জন্ম। এর শাসনতলে, নিজেদের ভালো থাকায় কোনও আঘাত লাভ করি না। বলা বাহুল্য, তবুও আমরা অসন্তুষ্ট থাকি।

একজন বিচারক বিচার করেন, একজন রাজমিস্ত্রি ইট গাঁথেন । সমাজকল্যাণের দৃষ্টিভঙ্গিতে এটা হয়তো যথার্থ নয়, একজন বিচারক একজন রাজমিস্ত্রিকে তার চেয়ে নিম্ন বলে প্রকাশ করবেন । যে সমাজে ছোট-বড়োর ভাবনা গভীরভাবে আছে সেখানে ঈর্ষা তার প্রতিটি বিভাগে চিরস্থায়ীভাবে বাস করে এবং ঐক্যের দিকে উন্নতি সেখানে খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা যায় । মানুষের জীবিকার্জনের বিভিন্ন পেশার মধ্যে যদি ছোট-বড়োর জন্য চিৎকার-চেঁচামেচি না থাকে বরং তাদের পেশাগত বৈচিত্রকে সম্মান করা হয় তবেই সমাজ থেকে অসন্তোষ অনেকটা দূর হতে পারে । মানুষের ব্যবহারের পার্থক্যজনিত অনুভূতি সেখানে স্পষ্ট এবং বহুল বিজ্ঞাপিত যেখানে মানুষের উৎসাহ কিছু নির্দিষ্ট দিকের অভিমুখী হয়, কাজের জগৎও হতে থাকে অসম । *(শব্দসংখ্যা : 448)*

Q4. নিম্নলিখিত গদ্যাংশটি ইংরেজিতে অনুবাদ করুন : **20**

কুটির শিল্প এবং ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যে আজ ভারতে আবার পার্থক্যজনিত মতামত মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে । এই ধরনের শিল্পের কেন্দ্রে থাকে বাড়ির ছোট গৃহগত ব্যবসাকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া যার জন্য প্রয়োজন ছোট জায়গা, ন্যূনতম মূলধন এবং অল্প শ্রমিকের জোগান । এই মডেল ব্যক্তিকে সক্ষম করে জোগানদাতা বা উৎপাদক হতে । পাশাপাশি ব্যক্তির জীবনযাত্রার নানান প্রতিকূলতা পেরিয়ে বেকারত্বকে পরাজিত করে একটি ভালো জীবনযাপনে পৌঁছতে সাহায্য করে । ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে মহাত্মা গান্ধীই এই বিষয়টি অনুধাবন করেছিলেন যে কেবল ক্ষুদ্র শিল্পই ভারতের মতো দেশের উন্নতিতে যথাযথ হতে পারে । তিনি মানুষকে ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনে অনুপ্রাণিত করেছিলেন এবং প্রথাগত শিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন । তাঁর এতটা দূরদৃষ্টি সত্ত্বেও স্বাধীনতা উত্তরকালের নেতৃত্ব এই দিকটিকে অবহেলা করেছিল এবং বৃহৎ শিল্পকে সুযোগ দিয়েছিল দমনকারীর ভূমিকা গ্রহণে । এই শিল্পগুলি সচ্ছল শ্রেণির ব্যক্তিগত সম্পদ হয়ে রয়েছে । জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শিক্ষার প্রসার, জনগণের সজাগ হওয়া, নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গিও দাবিদাওয়া সম্পর্কে সচেতন হওয়া, বেকারত্ব বৃদ্ধি ইত্যাদি কারণে গান্ধীজির নীতিগুলিকে ভারতের সচেতন ভাবুকদের আরও দেরি হবার আগে পুনর্মূল্যায়নে ভাবিত করে । আজ ক্ষুদ্র শিল্পকে ঘিরে একটি বাড়তি স্বীকৃতি জেগে উঠেছে যা দেশের উন্নতির সাথে যুক্ত । ফলে সমগ্র দেশে আজ কুটির শিল্পের প্রগতি লক্ষ করা যাচ্ছে ।

Q5. নিম্নলিখিত গদ্যাংশটি বাংলায় অনুবাদ করুন : *20*

In our democratic system, the press has a vital role. While there has been large-scale expansion of the print and visual media in recent years, a focused approach to dealing with major societal and political issues has still to evolve. There is, as yet, excessive and exaggerated coverage of exposures and scandals and far too little well-informed comment or analysis of the various deep-rooted factors which generate the continuing malaise. The media could make an extremely useful contribution by devoting adequate coverage to tasks well done, highlighting the achievements of honest and efficient public servants and organizations, according special attention to developments in the remote and backward areas of our country. Our media is free and unfettered. It should be able to expose cases and incidents involving irregular and unlawful exercise of authority and abuses of all kinds. The existing ills in our socio-political environment will, on present reckoning, take considerable time to remedy. The Department of Personnel and Administrative Reforms should focus on establishing institutions responsible for all personnel matters — appointments, postings, transfers etc. — without any external interference. Also, there is a need for adoption of a robust code of ethics to be followed by those involved in public functioning.

Q6. (a) বিশিষ্টার্থে বাক্যে প্রয়োগ করুন : *2×5=10*

(i) অতি লোভে তাঁতী নষ্ট *2*

(ii) তেলা মাথায় তেল দেওয়া *2*

(iii) ঠগ বাছতে গাঁ উজার *2*

(iv) শাক দিয়ে মাছ ঢাকা *2*

(v) চোরে চোরে মাসতুতো ভাই *2*

(b) নিম্নলিখিত পদগুলির ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করুন : *2×5=10*

(i) আকাশপ্রদীপ *2*

(ii) পঞ্চনদ *2*

(iii) পঙ্কজ *2*

(iv) মিশকালো *2*

(v) ছেলেভুলানো *2*

(c) বিপরীতার্থক শব্দ লিখুন : *2×5=10*

(i) অবনতি *2*

(ii) খাঁটি *2*

(iii) নতুন *2*

(iv) সজীব *2*

(v) শূন্য *2*

(d) অশুদ্ধি সংশোধন করুন : *2×5=10*

(i) প্রতিযোগীতা *2*

(ii) মরিচিকা *2*

(iii) সর্বপরী *2*

(iv) ময়ুর *2*

(v) ভুগোল *2*